সংবাদ

তারিখ 18 SEP 2017 ......
পৃষ্ঠা ...10... কলাম ...৩ ......

### মহাপরিচালকের নামে চাঁদাবাজি

# সাঁথিয়া প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমির হোসেনের বিরুদ্ধে মহাপরিচালকের নামে চাঁদাবাজিসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাঁথিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম রিপন ও সাধারণ সম্পাদক আলতাব হোসেনসহ প্রায় আড়াই'শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক লিখিত অভিযোগে জানা যায়,উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আমির হোসেন ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে এই উপজেলায় যোগদানের পর থেকেই ব্যাপক দুর্নীতি শুরু করেন। শুরু থেকেই বিদ্যালয় সমুহ যথাযথ তদারকি না করায় উপজেলায় শিক্ষার মান একেবারে নিচে নেমে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অথচ এই শিক্ষা কর্মকর্তা যোগদানের আগে শিক্ষার মানের দিক থেকে সাঁথিয়া উপজেলা পাবনা জেলার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থানে থাকতো। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের মাধ্যমে সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বর্তমান মহাপরিচালক যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন তা সাঁথিয়তে ম্লান করে দিয়েছেন এই শিক্ষা কর্মকর্তা। তিনি ২০১৬ সালে নতুন বছরের শুরুতে বই বিতরণের সময় ১৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রায় ৫০টি কিন্ডার গার্টেনের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ৫০ থেকে ১০০টাকা আদায় করেন এবং বই পরিবহনের বিল থেকে ২শ টাকা করে কেটে রাখেন। বিভিন্ন সরকারি উৎসব পালনের নামে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্ন বিতরণের সময় বাধ্যতামূলকভাবে বিনা রসিদে চাঁদা আদায় করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে 'প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা মেলা' উদ্বোধন উপলক্ষে সাঁথিয়ায় এলে তার নাম ভাঙিয়ে স্কুল প্রতি ৫শ থেকে ১ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। জাতীয় বেতন স্কেল সমন্বয়ের সময় প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ৫শ থেকে ১ হাজার টাকা আদায় করেন। নইলে নতুন বেতন স্কেল না করার হুমকি দেন। ৬০ জন শিক্ষকের টাইমস্কেল দিতে অফিসে ডেকে এনে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা আদায় করেন। ডিপিএড প্রশিক্ষণের ডেপুটেশন প্রদানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট থেকে ৫শ থেকে ১ হাজার টাকা আদায় করেন। ১৭৩টি স্কুলের প্রতিটি স্কুল থেকে স্লিপ ফান্ডের ৪০ হাজার টাকার বিল-ভাউচার পাস করতে স্কুল প্রতি কমপক্ষে ৫হাজার টাকা তাকে দিতে হয় এবং উপকরণ ক্রয় মেরামত ও সংস্কার কাজে পারসেনটেন্স দিতে হয় শিক্ষা কর্মকর্তাকে। রুটিন মেইনটেনেন্স কাজে তাকে টাকা দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বিধিবহির্ভূতভাবে নিজ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রেখে কৌশলে শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেন। ৭৫ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত যোগদানকারী শিক্ষকদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১ হাজার করে টাকা আদায় করা হয়েছে। তার টাকা কামাইয়ের আরেকটি মৌসুম জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস। এই তিন মাসে শিক্ষকদের বদলির আবেদন যাচাই-বাছাই করা হয়। শিক্ষকরা এর নাম দিয়েছে আমির হোসেনের বদলি বাণিজ্য মৌসুম।

এ ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে জনপ্রতি ৫ থেকে ১৫ হাজার টাকা আদায় করা হয়। তিনি বলে থাকেন এ টাকা তার জন্য নয়, নানা দিকের 'ম্যানেজ খরচ'। টাকার বিনিময়ে তিনি মুখে মুখে কয়েকজন শিক্ষককে ডেপুটেশনে দিয়ে রেখেছেন। শিক্ষকদের বকেয়া বেতন দিতে তিনি চরম হয়রানি করেন। ইনক্রিমেন্টের সময় শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়। কোন্ অদৃশ্য খুঁটির জোরে তিনি লাগামহীন দুর্নীতি করেই চলেছেন সেটাই শিক্ষকদের প্রশ্ন। একজন শিক্ষক নেতা ক্ষোভের সাথে বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে তার কোন রকম কার্যকরী পদক্ষেপ নেই। চাকরি জীবনে এমন দুর্নীতিবাজ ধুরন্ধর অফিসার পাইনি। শিক্ষক ও সুধী মহলের সর্বত্র এ নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ ও সমালোচনা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তা আমির হোসেনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক সমাজ ও এলাকাবাসী। জানতে চাইলে শিক্ষা কর্মকর্তা আমির হোসেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
উপ. পরিসংখ্যান বিভাগ
উপ. ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে
স্বাক্ষর